

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”



বাংলাদেশ

গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ৭, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সেতু বিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪২৯/২৬ জুলাই ২০২২

নং ৫০.০০.০০০০.০০০.২২.০০২.২০.১৭৬—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১ তম বোর্ড সভায়
“ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প (ডিইইপি) এর পুনর্বাসন এলাকায় কমিউনিটি মার্কেটে
দোকান বরাদ্দ নীতিমালা” অনুমোদিত হয়েছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দুলাল চন্দ্র সূত্রধর

উপসচিব।

(১৪০৩৯)

মূল্য : টাকা ৮.০০

**ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প (ডিইইপি) এর পুনর্বাসন এলাকায়
কমিউনিটি মার্কেটে দোকান বরাদ্দ নীতিমালা**

১। ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এর আওতায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত “ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ)” গাইড লাইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব অবস্থার তুলনায় যথাসম্ভব উন্নততর জীবনমান নিশ্চিতকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য উত্তরা মডেল টাউন (৩য় ফেজ) সংলগ্ন বড়কাকর, বাউনিয়া ও দ্বিগুন মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্লক-এ এবং ব্লক-বি তে সর্বমোট ১৩৪৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সুবিধা, যেমন স্কুল, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, কমিউনিটি মার্কেট, খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চার (৪) তলা বিশিষ্ট ১টি কমিউনিটি মার্কেটে নিম্নোক্ত দোকানের সংস্থান রাখা হয়েছে :

ক. ১ম তলায় ৩২টি দোকান বিশিষ্ট কাঁচাবাজার যা ৬৩.৪৬ বর্গফুট থেকে ১০৫.১১ বর্গফুট পর্যন্ত ও ১টি সুপারশপ যা ৪৯.৬৫ বর্গফুট

খ. ২য় তলায় ৪৪টি দোকান যা ৮৬.১৩ বর্গফুট থেকে ১১১.৮৯ বর্গফুট পর্যন্ত

গ. ৩য় তলায় ৪৪টি দোকান যা ৮৬.১৩ বর্গফুট থেকে ১১১.৮৯ বর্গফুট পর্যন্ত এবং

ঘ. ৪র্থ তলায় ২৬টি ফুড কোর্ট যা ৯৯.৯৬ বর্গফুট থেকে ১১১.০৭ বর্গফুট পর্যন্ত

উক্ত কমিউনিটি মার্কেটে দোকানসমূহ বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল।

২. সংজ্ঞাঃ

ক. আইএনজিও : আইএনজিও বলতে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত এনজিও কে বুঝাবে।

খ. কর্তৃপক্ষ : কর্তৃপক্ষ বলতে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কে বুঝাবে।

গ. কমিটি : কমিটি বলতে, তিন প্রকার কমিটি যথা: ক. মাঠ পর্যায় কমিটি, খ. প্রকল্প পর্যায় কমিটি এবং গ. মার্কেট পরিচালনা কমিটি-কে বুঝাবে।

ক. মাঠ পর্যায় কমিটি: নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি, সহকারী প্রকৌশলী, বাসেক এবং আইএনজিও প্রতিনিধি সমন্বয়ে মাঠ পর্যায় কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটি দোকান এর আবেদন যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে প্রকল্প পর্যায়ে কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

- গ. কমিটি : **খ. প্রকল্প পর্যায় কমিটি:** পরিচালক (পিএন্ডডি), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু), অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), উপ-পরিচালক (এস্টেট), বাসেক, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি'র সমন্বয়ে প্রকল্প পর্যায় কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটি দোকান বরাদ্দের নিমিত্তে যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা চূড়ান্ত করে সুপারিশসহ প্রকল্প পরিচালক, ডিইইপি বরাবর প্রেরণ করবে।
- গ. মার্কেট পরিচালনা কমিটি:** পরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত পরিচালক (পি এন্ড ডি), অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), নির্বাহী প্রকৌশলী (ভবন), উপ-পরিচালক (এস্টেট), বাসেক, এবং দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এর সমন্বয়ে মার্কেট পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটি সার্ভিস চার্জ নির্ধারণসহ, মার্কেটের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনের ভিত্তিতে সম্পন্ন করবে।
- ঘ. প্রকল্প : প্রকল্প বলতে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প (ডিইইপি) কে বুঝাবে।
- ঙ. প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি : ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প (ডিইইপি) এর আওতায় যারা তাদের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তথা ভূমি, ঘরবাড়ি, ব্যবসা, গাছপালা, ফল, মাছ ইত্যাদি অধিগ্রহণের কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছেন তারা প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।
- চ. পরিবার : পরিবার বলতে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্য ব্যক্তিগণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩. পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত মার্কেটে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্যতা:

- ৩.১ প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যবসাসহ অবকাঠামো ও ভূমি হারানো ব্যক্তিগণ দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
- ৩.২ ৩.১-এ উল্লিখিত যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুনর্বাসন এলাকায় ফ্ল্যাট বরাদ্দ পাবার যোগ্য শুধুমাত্র তারাই পুনর্বাসন এলাকায় কমিউনিটি মার্কেটে ব্যবসা পরিচালনা করার লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
- ৩.৩ ব্যবসাসহ অবকাঠামো ও ভূমি হারানো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্বামী/স্ত্রী বা অন্যান্য সদস্যগণ যদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা হতে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবসায়িক সিসিএল প্রাপ্ত হন, সেক্ষেত্রে তারা যৌথভাবে একটি (১টি) দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে যৌথভাবে একটি (১টি) দোকান প্রাপ্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত অংগীকারনামা (Power of Attorney) এর মাধ্যমে সকলের লিখিত সম্মতিক্রমে সকলের যৌথ নামে অথবা তাদের মনোনীত ব্যক্তির অনুকূলে একটিমাত্র দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

- ৩.৪ দোকান বরাদ্দযোগ্য আবেদনকারীর মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের রেজিস্ট্রিকৃত অংগীকারনামা (Power of Attorney) এর মাধ্যমে লিখিত সম্মতিক্রমে ওয়ারিশদের যৌথ/একক নামে একটিমাত্র দোকান বরাদ্দ করা যাবে।
- ৩.৫ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আবেদন ফরমে কোনো তথ্য গোপন/ভুল তথ্য/প্রমাণাদি প্রদান করলে তার আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৩.৬ আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে তার NID, হালনাগাদ TIN, VAT সার্টিফিকেট ও ট্রেড লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
- ৪. আবেদন দাখিল, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন:**
- ৪.১ অনুচ্ছেদ-৩ এর আলোকে ব্যবসাসহ অবকাঠামো ও ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ কে নির্ধারিত ফরমে সঠিক তথ্য উল্লেখপূর্বক প্রকল্প পরিচালক, ডিইইপি এর নিকট দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ৪.২ প্রকল্প কর্তৃক দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদনপত্র জমাদানের একটি শেষ তারিখ (কাট অব ডেট) নির্ধারণ করা হবে এবং আইএনজিও এর মাধ্যমে তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবহিত করা হবে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখের পর যে সকল ব্যবসাসহ অবকাঠামো ও ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা হতে ব্যবসায়িক সিসিএল পাবে, তারা দোকান খালি থাকা সাপেক্ষে সিসিএল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের মধ্যে আবেদন করতে পারবে। দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্পন্ন হয়ে গেলে আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
- ৪.৩ মাঠ পর্যায় কমিটি দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য আইএনজিও এর সহায়তায় আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত যৌথ তদন্ত রিপোর্ট, সিসিএল, রোয়েদাদ (এওয়ার্ড লিস্ট), সরেজমিন তদন্ত এবং পুনর্বাসন এলাকায় ফ্ল্যাট প্রাপ্তির তথ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবে এবং প্রকল্প পর্যায় কমিটি বরাবর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে। আবেদনকারীদের তথ্যসমূহ ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে।
- ৪.৪ প্রকল্প পর্যায় কমিটি উক্ত প্রাথমিক তালিকা যাচাই-বাছাই করে বিদ্যমান খালি বরাদ্দযোগ্য দোকান সংখ্যার ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দের জন্য সুপারিশমালা প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে। প্রকল্প পরিচালক উক্ত সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবে। নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অনুমোদনকৃত তালিকাটি ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
- ৪.৫ যদি আবেদনকারীদের আবেদন সংখ্যা দোকানের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ প্রদান বিবেচনা করা হবে।
- ৪.৬ তবে আবেদনকারীদের আবেদন সংখ্যা দোকানের সংখ্যার চেয়ে কম হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দোকান বরাদ্দ প্রদান করার পর অবশিষ্ট দোকানসমূহ পরবর্তী ফেজে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৫. দোকান বরাদ্দ ও জামানতের অর্থ জমাদানঃ

৫.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে দশ (১০) বছরের জন্য দোকান বরাদ্দ প্রদান করবে। সন্তোষজনক ব্যবসা পরিচালনার শর্তে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতি মাসে প্রতি বর্গফুট ২৫ টাকা হারে ১০ বছরের জন্য ফেরতযোগ্য জামানত হিসাবে এককালীন টাকা নিম্নোক্ত হারে বাসেক এর নির্ধারিত হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে:

ক. নিচ তলায় ৩২টি কাঁচাবাজারের জন্য সর্বনিম্ন ৬৩.৪৬ বর্গফুট এর জন্য ১,৯০,৩৮০.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০৫.১১ বর্গফুট এর জন্য ৩,১৫,৩১৭.১৫ টাকা ও ১টি সুপারশপের মোট ৪৯৬৫ বর্গফুট এর জন্য ১,৪৮,৯৫,০০০.০০ টাকা।

খ. ২য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ২,৫৮,৩৮৯.৩০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৩,৩৫,৬৭২.২২ টাকা।

গ. ৩য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ২,৫৮,৩৮৯.৩০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৩,৩৫,৬৭২.২২ টাকা।

ঘ. ৪র্থ তলায় ফুড কোর্টে ২৬টি দোকানের জন্য সর্বনিম্ন ৯৯.৯৬ বর্গফুট এর জন্য ২,৯৯,৮৮৯.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.০৭ বর্গফুট এর জন্য ৩,৩৩,২২১.৩০ টাকা।

৫.২ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর হিসাবে জামানতের সমুদয় টাকা জমা হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রত্যয়ন প্রদান করবে এবং উক্ত প্রত্যয়নের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করবে এবং প্রকল্প পরিচালক বরাবর এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

৫.৩ ফেরতযোগ্য জামানতের সমুদয় টাকা অগ্রিম জমাদানের পরই বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক মাসের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ডিইইপি কর্তৃক বরাদ্দকৃত দোকানের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

৫.৪ প্রতি মাসে প্রতিটি দোকানের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার (বর্গফুট) ভাড়া নিম্নোক্ত হারে বাসেক এর নির্ধারিত হিসাবে প্রদান করতে হবে:

ক. নিচ তলায় ৩২টি কাঁচাবাজারের জন্য প্রতি বর্গফুট ৩০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৬৩.৪৬ বর্গফুট এর জন্য ১,৯০৩.৮০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০৫.১১ বর্গফুট এর জন্য ৩,১৫৩.০০ টাকা

তবে নিচ তলায় ১টি সুপার শপ এর ভাড়া নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

খ. ২য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ৪০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ৩,৪৪৫.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৪,৪৭৫.০০ টাকা।

- গ. ৩য় তলায় ৪৪টি দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ৪০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৮৬.১৩ বর্গফুট এর জন্য ৩,৪৪৫.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.৮৯ বর্গফুট এর জন্য ৪,৪৭৫.০০ টাকা।
- ঘ. ৪র্থ তলায় ফুড কোর্টে ২৬টি দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ৫০.০০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৯৯.৯৬ বর্গফুট এর জন্য ৪৯৯৮.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১১.০৭ বর্গফুট এর জন্য ৫,৫৫৪.০০ টাকা।
- ৫.৫ দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির পূর্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট হিসাবের অনুকূলে দোকানের অগ্রিম বাবদ জামানতের টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
- ৫.৬ দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির পর প্রতি মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ভাড়া ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট হিসাবের অনুকূলে পরিশোধ করতে হবে।
- ৫.৭ বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক মার্কেটের বহিরাঙ্গন রক্ষণাবেক্ষণ, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, লিফট ইত্যাদির জন্য সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রতি মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে মার্কেট পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট হিসাবের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
- ৫.৮ বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পৌরকর, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি যাবতীয় ইউটিলিটি সার্ভিস বিল নিজ ব্যয়ে পরিশোধ করতে হবে। বিল পরিশোধের কপি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা প্রদান করতে হবে। পর পর দুই (২) মাসের বিল বকেয়া থাকলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।
- ৫.৯ নির্ধারিত ভাড়ার হার প্রতি বৎসর ৫% হারে ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- ৬. চুক্তি সম্পাদন**
- ৬.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (প্রথম পক্ষ) এবং দোকান বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি (দ্বিতীয় পক্ষ) এর মধ্যে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প দশ (১০) বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরিচালক (প্রশাসন), বাসেক স্বাক্ষর করবেন।
- ৬.২ যে কোন পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে চাইলে দুই (২) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করবে। চুক্তি বাতিল হলে জামানতের টাকা (সুদ ব্যতীত) দুই (২) মাস পর ফেরত প্রদান করা হবে।
- ৬.৩ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা দোকান গ্রহীতাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
- ৬.৪ এ নীতিমালা কার্যকর করা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অস্পষ্টতা, জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭. **দোকান বরাদ্দ বাতিল, অগ্রীম জমাদানকৃত অর্থ ফেরত ও বিবিধ**
- ৭.১ বরাদ্দপ্রাপ্ত দোকান বা দোকান এর অংশ বিশেষ ভাড়া/সাবলেট দিতে পারবে না, দোকানের বিদ্যমান মূল অবকাঠামো বিন্যাসে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না, অসামাজিক/আইন শৃংখলা পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না। এই নিয়মের ব্যত্যয় হলে দোকান বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- ৭.২ চুক্তি সম্পাদনের পর ছয় (৬) মাসের মধ্যে দোকান স্পেস চালু করতে হবে। অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- ৭.৩ বরাদ্দকৃত দোকানে নির্ধারিত ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা/কাজ পরিচালনা করা যাবে না।
- ৭.৪ বরাদ্দকৃত দোকান দ্বিতীয় পক্ষ কোনক্রমেই ব্যাংক বা অপর কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির নিকট বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না।
- ৭.৫ প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তির পর মার্কেট পরিচালনা কমিটি কর্তৃক দোকান বরাদ্দ প্রদান, বাতিল, নবায়ন ইত্যাদি পরিচালনা করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. মনজুর হোসেন

সচিব

সেতু বিভাগ।